শরৎচন্দ্রের
ছবি

ইণ্ডোবার্ম্মা ফিল্ম কর্পোরেশনের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের— ছবি ★ ★

প্রযোজনা : কানাই গুহ। তত্ত্বাবধান : সীতানাথ মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী। সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়
চলচ্চিত্রায়ণ : বিদ্যাপতি ঘোষ। শিল্পনির্দ্দেশ : : : : বটু সেন।
সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। গীতিকার : : : প্রণব রায়।
ও রবীন সেন। সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।
শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল। পরিচয় অঙ্কণ : : দিগেন ষ্টুডিও।
অতিরিক্ত সংলাপ : সন্তোষ সেন। পটশিল্পী : : রাম চন্দ্র সিণ্ড্রে ও
স্থির চিত্র : ক্যাপ্‌স। বলরাম চট্টোপাধ্যায়।

প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক

কণ্ঠ-সঙ্গীত

শ্যামল মিত্র * প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় * আল্‌পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীগণ :

পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী সিংহ, সবীর আলি
চলচ্চিত্রায়ণ : সমীর ভট্টাচার্য্য, বুলু লাড়িয়া। শব্দানুলেখন : বলরাম, হরেকৃষ্ণ
সঙ্গীত পরিচালনা : উমাপতি শীল, শশাঙ্ক সোম। সম্পাদনা : জয়দেব শীল
ব্যবস্থাপনা : জয়দেব বৈরাগী, ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী, সুনীল বন্দ্যো: (হারুয়া)
শচীন মুখোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য্য, বীর বাহাদুর।
শিল্পনির্দ্দেশ : সূর্য্য চ্যাটার্জী রূপসজ্জা : মুন্সী রায়, সের আলি
আলোক সম্পাতে : জগন্নাথ, রাম, হটো, দুর্গা, সন্তোষ।

ভূমিকায় :—

ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, মালা সিন্‌হা, আশিসকুমার, ভানু চট্টোপাধ্যায়,
হরিমোহন, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ফণী গাঙ্গুলী (এঃ);
সুশীল দাস, উচিট্‌টুন, উ মঙ পে, মঙ্‌মঙ্‌ ঘোষ, ধীরাজ দাস,
প্রেমাংশু বোস, অর্পণা দেবী, নিভাননী, সবিতা ভট্টাচার্য্য,
অনুসূয়া জানা, কৃষ্ণা সিংহ, মাখিন, মা এচি।

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশনা

চণ্ডিকা পিক্‌চার্স—কলিকাতা।

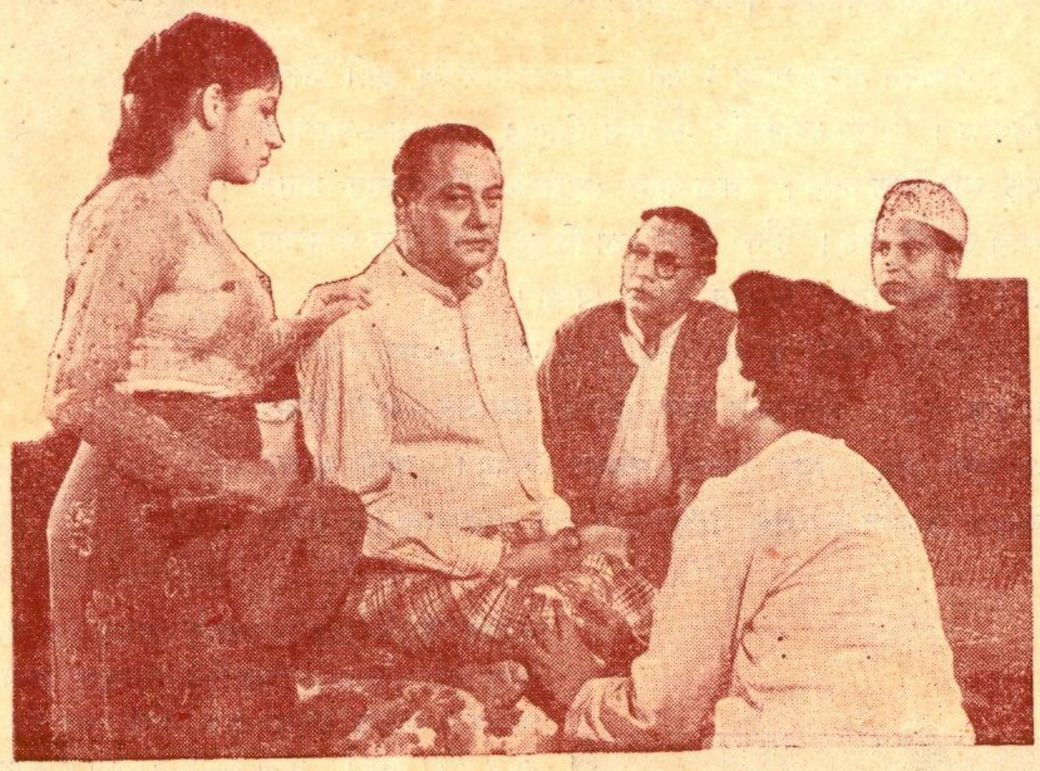

—: কাহিনী :—

ইমেদিন।

ব্রহ্মদেশে পেগুর ক্রোশ পাঁচেক দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম।

এই গ্রামে যাঁর প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকা কড়ি মস্ত জমিদারী সেই রাজা বাহাদুরের যখন পরকালের ডাক পড়লো, তখন বন্ধুকে ডেকে বল্লেন, বাকো, ইচ্ছে ছিলো বাথিনের সঙ্গে আমার মাশোয়ের বিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু সে সময় হলো না। মাশোয়ে রইলো, তাকে দেখো।

মহাত্মা বাকো রাজাবাহাদুরের ছেলেবেলাকার বন্ধু। একদিন তাঁরও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল। শুধু ফয়ার মন্দির গড়িয়ে আর ভিক্ষু খাইয়ে আজ তিনি ঋণগ্রস্ত। তবুও এই লোকটাকে তাঁর যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকে সঁপে দিতে রাজাবাহাদুরের লেশমাত্র বাধলো না। ছেলেবেলা থেকেই বাথিনের ছবি আঁকার সুন্দর হাত ছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে একদিন মাশোয়ে বললে, তুমি ছবি আঁকা শেখো না কেন?

অনেক টাকার দরকার যে, বাথিন বলে।

মাশোয়ে বলে, আমি দেব টাকা। তুমি যাও মান্দালে গিয়ে ছবি আঁকা শিখে এসো। মাশোয়ের উচ্ছ্বাস বাধা মানে না। বলে, আচ্ছা বাথিন তুমি যখন মস্তবড় শিল্পী হবে, তখন তোমার শ্রেষ্ঠ ছবি কি হবে?

বাথিন স্বপ্নাবেশে বলে—তুমি !

একদিন সত্যি সত্যি বাথিন চলেগেল মান্দালে ছবি আঁকা শিখতে। রাজাবাহাদুরের দেওয়ান থিন্‌মঙ্‌ বললেন—মাশোয়ে বড় একা পড়ে যাবে। কিন্তু বাকো ছেলেকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে চান। টাকা পয়সা তো কিছুই রেখে যেতে পারলেন না। বরঞ্চ রেখে যাচ্ছেন দেনার বোঝা !

মান্দালে আর্ট স্কুলের সেরা ছাত্র বাথিনের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মান্দালের রাণী ঘোষনা করলেন—চাই বুদ্ধের একখানি ছবি। শ্রেষ্ঠ শিল্পী পুরস্কৃত হবেন। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ জিগ্যেস করলেন, বাথিন তুমি ছবি আঁকবে না ? বাথিন

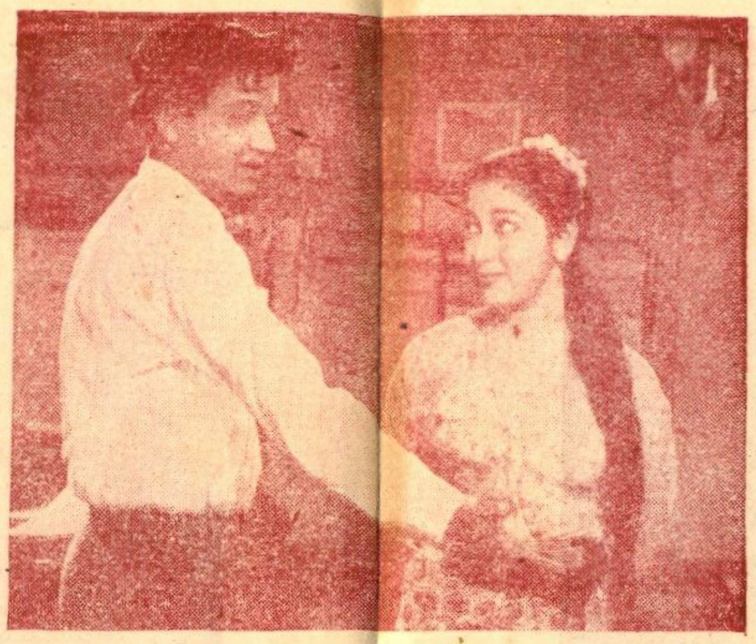

বাথিন উত্তর দেয়—তোমার ওখানে এত ঐশ্বর্য্য যে নিজেকে বড় ছোট মনে হবে। মাশোয়ে রাগ করে চলে যায়। পরের দিন সকালে আবার ফিরে আসে। বাথিনের ঘর দোর নিজের হাতে পরিষ্কার করতে করতে বলে, আমি যেন ওর ঝি। হেসে বাথিন ছবি আঁকতে মন দেয়। মাশোয়ে এসে বাধা দেয়। বলে আমি যতক্ষণ থাকবো তুমি ছবি আকতে পারবে না।

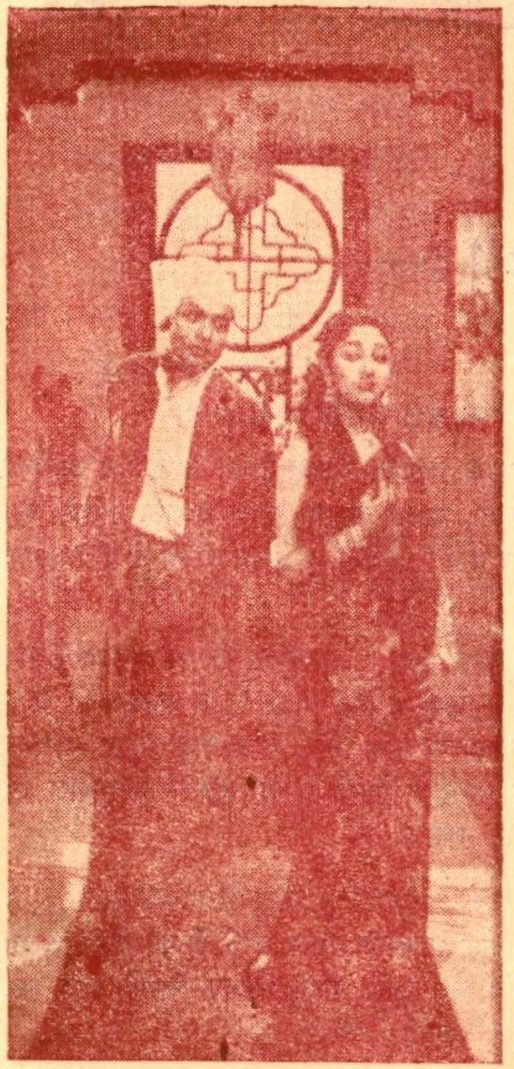

এই ভাবে চলে ওদের মান অভিমানের পালা। বাথিনের আঁকা বুদ্ধের ছবি প্রথম হয়েছে। মান্দালের রাণী তাঁর নিজের হাতের বহুমূল্য আংটী পাঠিয়েছেন পুরস্কার হিসেবে। বাথিন সেই আংটী মাশোয়ের হাতে পরিয়ে দেয়।

মাশোয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় রাণীর দেওয়া আংটী। গর্জে ওঠে বাথিন, একি করলে মাশোয়ে, জান তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়ে আমার প্রথম পুরস্কার এই আংটী অনেক বেশী মূল্যবান।

সুরু হয় ভুল বোঝা বুঝির পালা। ঠিক সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ইমেদিনে আবির্ভাব ঘটে পোথিনের। পেগুর মস্তবড় বংশের নাকি বংশধর সে। ইমেদিনের বাৎসরিক ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সকলকে হারিয়ে সারা গাঁয়ে মস্তবড় আলোড়ন এনেছে।

মাশোয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয় বিজয়ীর। চতুর পোথিন থিনমঙের কাছ থেকে মাশোয়ের সম্বন্ধে সব জেনে নেয়। মাশোয়েকে বলে, একদিনের অতিথি হবার জন্যে সুদূর পেগু থেকে সে আসেনি। লোভ তার প্রচণ্ড। মাশোয়ে হাসে। পোথিনকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে হয়তো আর একজনকে জাগাতে পারবে সে ! কিন্তু ব্যবধান বেড়েই চলে। মাশোয়ের জন্মদিনের উৎসবে গ্রামের সকলেই আসে। বাথিনও আসে জন্মদিনের উপহার নিয়ে, কিন্তু না খেয়ে চলে যায়। পোথিন এ সুযোগ ছাড়ে না। বাথিনের বিরুদ্ধে মাশোয়েকে উত্তেজিত করতে থাকে। সারা গাঁয়ে যে কান পাতা যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণ বাড়া থেকে না খেয়ে চলে যাওয়া বাড়ীর অপমান।

প্রতিশোধ নিতে মাশোয়ে বদ্ধপরিকর হয়। বাথিনের কাছে নোটিশ যায়। সাতদিনের মধ্যে সুদ সমেত ঋণের টাকা মাশোয়েকে শোধ করে দিতে হবে।

পোথিনের অপচেষ্টা সফল হলো কি ?

পিতার ঋণ বাথিন কি শোধ করতে পারলো ? মাশোয়ে সত্যি কি টাকা চেয়েছিল ? এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হবে এক চরম অবিস্মরণীয় নাটকীয় মুহূর্ত্তে—আপনার সামনের রূপালী পর্দ্দায়।

ছবি আঁকলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইমেদিন থেকে এলো এক জরুরী চিঠি, বাকো মৃত্যুশয্যায়।

অধ্যক্ষ বাথিনের আঁকা ছবি রাণীর কাছে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাথিন ছুটে এলো ইমেদিনে। ছেলের দিকে তাকিয়ে মুমূর্ষু বাকো বল্লেন মাশোয়ের বাবার কাছে আমার পনর হাজার টাকা ঋণ—বাধা দিয়ে বাথিন বললে, আমি সে টাকা শোধ করে দেব বাবা। পরম নিশ্চিন্তে বাকো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এর পর সুরু হলো জীবন সংগ্রামের কঠোর পরীক্ষা। মাশোয়ে এসে বলে, আমার বাড়ীতে থাকলে কি দোষ হবে ?

—ঃ গান ঃ—

(১)

জলেরি খেলায় গো
নাচেরি খেলায় গো
বাঁশীতে ডেকেছে সহেলী।
সাজ ভুলে কাজ ভুলে আয় (তোরা)
নীল নয়নে চায় ওকে শ্যামলা মেয়ে
যায় বাঁশরী ডাকে।
ও বাঁশরীয়া যাদুভরা একি রাগিনী
আবেশে দোলে নাগিনী,
চমক লাগে যে সুরে বনপথের বাঁকে।
কনক চাঁপার মালা ও কাজল
কোলর বন্দে
দাও গো আমায় দাও গো
মালিনী হায় গো ও মালিনী
মাতাল হব গন্ধে।
মালারি বদলে দেবে কি বলনা,
মন যদি দাও গো, করো না ছলনা।
ছলনা জানে না তো ললনা।

পথেরি সাথীগো আমরা দুজনা
এই পথেরি চেনা যেন ভুলনা
ফুলেরি শপথ এই মালা খুলো না
জলেরি খেলায় গো সহেলী তোরা
আয় গো বাঁশীতে ডাকে আয়।
—সমবেত গান।

(২)

আমার মনের পাখী মধু ঋতুর সাড়া
পেলরে,
চৈতালী দিন এলো এলোরে।
অলসবেলায় দুজনে খেলব
(মোর) স্বপন তরী চলে আবেশে।
রূপালী জলে দুলে দুলে চলে
বসন্ত ফুরায় না যে দেশে।
মাধবী অলিরে বলে
ফাগুনের সাথী গো,
এ চাঁদিনী রাতি যেন
হয় চির রাতি গো।

তারারি ফুলে আকাশে লেখা
মনের মত কথা আমারি
লতারি কোলে কোয়েলিয়া বলে
বনের গোলাপ আমি তোমারি।

বাথিন ও মাশোয়ে।

(৩)

দূরে আছ তুমি তবু দূরে নওগো
হৃদয়ের পাশে মিলন সুবাসে
তুমিযে লুকায়ে রওগো।
আমার আকাশে ধ্রুবতারা তুমি অমলিন
দূরে নও তুমি গো দূরে নও কোনদিন।
আমার ভুবন তোমারি রঙে রাঙান.
তব প্রিয় নাম মালা হয়ে দোলে
প্রাণের মাধুরী মাখানো।
তুমি আছ তাই.জোছনা ওঠে গগণে,
চেরী কুসুমের মঞ্জরী দোলে
তোমারি লাগিয়া পবনে।
আমার আকাশে ধ্রুবতারা তুমি
অমলিন
দূরে নও সাথী গো দূরে নও কোনদিন।

বাথিন ও মাশোয়ে

(৪)

আমি বসন্ত বায়, তুমি চাঁদিনী রাত
তাই কি এ বাঁশী বাজে সুরে সুরে।
আমি প্রদীপের শিখা গো
তুমি মায়াভরা আলো,
তাইতো রয়েছো আমার হৃদয় জুড়ে
তুমি আমি প্রাণের সুধায়
ধূলাতে অলকা গড়ি
মধু প্রণয় স্বপনে ভরি
তুমি রাণী আমার স্বপন পুরে।

বাথিন।

পি, এস, এস এর

নিবেদন

অচল মানুষ

চিত্রনাট্য

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত

কালীপদ সেন

পরিচালনায় ঃ

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশনায় ঃ

চণ্ডিকা পিক্‌চার্স।

চণ্ডিকা পিক্‌চার্সের পক্ষ থেকে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং শচী প্রেস, কলিকাতা–৬ হইতে মুদ্রিত।